প্রেম

BANGLADARSHAN.COM

অতনু রায় ও শুভঙ্কর

॥অতনু রায়॥

প্রেম

হে মৃত্যুঞ্জয়ী,
অপূর্ব অমৃতপানে অনন্ত নবীন
নিদ্রার আবেশ ছেড়ে
এ বল কোথায় পেলে–
কোন মানবের অন্তরে?
বিশ্বের কোনখানে?
হে সুন্দর,
বসন্ত কাননে উন্মুক্ত তব দ্বার
আয়োজন হীন, আবরণ বিহীন
হৃদয়তলে শুধু হিল্লোল
মধুর ফাল্গুনে।
হে নবীন,
তুমি এসো, এসো গভীর গোপনে
নিবীড় নিরব চরণে,
এসো হেসে সহজ বেশে।
হে উদাসী,
তোমার চেতনায় চিত্ত বিহ্বল
নাই তাতে দুঃখ তাপ
মুক্ত করে দিনু বাহুদ্বয়
এসো মোর বুকে।

BANGLADARSHAN.COM

মোর স্থান

শুধালে তুমি কোথায় আমার স্থান–
বলবো বলে, দখিন হাওয়ার সনে
এলাম তোমার ঘরে,
আমায় করলে তোমার ঘ্রাণ।
তোমার সীমন্তের রেখায়
যে আবীর তোমারে রাঙায়
আমারি পরাণে দুলে।
তোমার তনু মাঝে
আমার বাস
রাঙা শাড়ীর রেখায় রেখায়
পেলে তুমি সে পরশের আভাস।
তোমার ও আভুষণ মাঝে
আঁখির পাতায়
নিদ্রাহারা গানে
মুক্ত করবীর ছায়;
তোমারি উন্মুক্ত বাহুডোরে
বক্ষপরে
অধরের প্রান্তে
তোমার মিলন রাতে
পাবে আমায়;
চিনবে কেমন করে–
আমি যে গেছি তোমারি অভিসারে।

BANGLADARSHAN.COM

রজনী ও প্রভাতে

আমার প্রথম প্রভাতে
তোমারে দেখলাম।
পূজার সাজে–
পরণে লালপাড় সাদা শাড়ী
যেন দেবলোকের কোন দেবী
আমাতে দিয়েছ ধরা;
কি অপরূপা তুমি!
যৌবন লাবণ্যে বিভোর।
তোমার ভেজা চুলের গন্ধ পেলাম
সে ঘ্রাণে আমার রোম রোম
হল পুলকিত।
তোমার ললাটের ঐ সিন্দুর টিকা
আমায় পথ দেখালো।
প্রেয়সী, তোমায় পেলাম
আমার গহন রাতে
আমার অন্তরে, আমার বাহিরে,
তব বাহুডোরে হলাম মত্ত
নিদ্রার আবেশ ছেড়ে
ঘুমে জাগরণে
আঁখির আবেশ বিহ্বলে।
অভিসার পূর্ণ মধু পান করে
আমি তোমাতে মিললাম
আমি হলাম পূর্ণ।

BANGLADARSHAN.COM

ফাল্গুন

সখি, এসেছি তোমারে মাগিতে,
আমা ত্বরে
অন্তরে-বাহিরে,
আমার রজনী আমার প্রভাতে।
সখি, এসেছি তোমারে সাজাতে,
হৃদয়ের রঙে, আবির মিশিয়ে
প্রাণের পরশে
বসন্তরাগে রাঙাতে।
সখি, এসেছি তোমারে দেখিতে,
পিপাসিত আঁখির
বহ্নি নেভাতে
মম অন্তরে পড়িতে।
BANGLADARSHAN.COM
সখি, এসেছি তোমারে ডাকিতে
যে ডাক শুনে
কাঁপে তনুমন
পুলকিত হরষে।
সখি, এসেছি তোমারে বাঁধিতে
সপ্তপদীর সাতপাকে
সাত বচনের
সাথে সাথে।
সখি, এসেছি তোমাতে মিলিতে
আজি ফাল্গুনের
বসন্ত ঘ্রাণ
এক তনুমনে ধরিতে।

শুধু তোমারি জন্য

আমার সকল পথের তোমাতে হল শেষ।
আমি তোমাতে মিললাম,
আঁকা বাঁকা আমার পথগুলো নিয়ে
বাঁধলে তোমার বেণী।
তোমার ও ললাট মাঝে
জাগল আমার ঊষা,
আমি পেলাম প্রকাশ–
দেবতার বরাভয়।
তোমার দুটি কাজল করুণ চোখ
আমার দর্পণ; আমি চিনলাম নিজেকে–
রক্ত রাঙা দু-হাত ভরালে, শ্বেত গোলাপ দলে
সে রক্তশুষে গোলাপ হল রাঙা
তার কিরণে আমি হলাম রঙিন।
তব বাহুডোরে পরলাম বাঁধা
হিমশীতল কুয়াশা ভেজা অঙ্গ স্পর্শে
জাগল আমার প্রথম বসন্ত ঘ্রাণ।
তোমার ও গহন শ্বাসের পরশে
আমার হৃদয় হল আলোরিত
আমি নবজীবন পেলাম
অধরের সিক্ত চুম্বনে।

BANGLADARSHAN.COM

বিনি সুতার মালা

তোমার পরশখানি বেজেছিল প্রাণে
বিনিসুতার মালার বাঁধনে,
জেনেছিলাম অনুভবে, অনুরাগে
মিলন পিয়াসী কায়ের আবেশে।
নবীন ঊষার পূজারিণী বাস
ভালবাসি ভালবাসি আঁখির শ্বাস
দোলে দোদুল বুকের কাছে
ধ্রুবতারা আনিতে চাহি মধ্যাহ্ন আকাশে।
এসো এসো প্রিয়া মোর ঘরে
বাহিরে অন্তরে, তোমার ত্বরে
ডাকো মোর নাম ধরে
ধ্বনিবে যে নাম হৃদয়ে চিরতরে।
নিজেরে সাজাতে তোমারে সাজাই
প্রাণের পরশে আতর মাখাই
নিভৃতে নির্জনে নীরবে গোপনে
অঙ্গবিহীন নিরুদ্দেশ হই–আলিঙ্গনে।
আনন্দ আবেশে প্রহর জড়ানো
পারিজাত মালা সুগন্ধে ভরানো
দিবানিশি বায় পলকতুলি
বিনিসুতার মালা গাঁথিয়া কেবলি।

BANGLADARSHAN.COM

অভিসার

আজি ফাল্গুনের প্রথম বসন্তনিশি
অভিসারে অভিসারে পূর্ণ;
খুলিয়া দ্বার হৃদি বাতায়নের
লেগেছে নেশা নয়নে নয়নে
সুধা উল্লাস প্রথম যৌবনের।
আপন অন্তরে ছিলাম আপনি
বাজিল আকুলতা মিলনের ধ্বনি
বাসর শয়ন পরে,
বন্ধনের মুক্ত সাগরতীরে।
স্বপন আমার ভরে ওঠে গন্ধে
ঘরের আঁধার কেঁপে ওঠে আনন্দে,
মিলায়ে মিলিতে প্রাণদেহ পরে
নিভে যায় দীপ কত প্রেম ভরে;
দেখো তার সৌন্দর্য বিকাশ
লও তার মধুর সৌরভ
আঁখি ভরা আবেশ বিহ্বলে,
ঘুমে জাগরণে একাকার হয়ে
নেভাও বাসনা বহ্নি
নয়ন হতে কায়ের পরে
তার মধু করে পান।

BANGLADARSHAN.COM

আমার খোলা জানালা দিয়ে

আমার খোলা জানালা দিয়ে
প্রথম তোমায় দেখলাম
চঞ্চল চিত্তে আত্মহারা;
মল্লিকা চর্চায় রত।
সহসা এক দমকা হাওয়ায়
তোমার কবরী গেল খুলে,
রাশিরাশি তোমার মেঘকালো চুল নিয়ে
বাতাস করতে লাগলো খেলা,
তুমি নিজেরে ছেড়ে দিলে পাগল হাওয়ার মাঝে;
একটু পরে বৃষ্টি নামল
দুহাত বাড়িয়ে তুমি তারে করলে আপন
বৃষ্টির দামাল ফোঁটা
চোখের পাতা ছুঁয়ে
ওষ্ঠাধার দিল কাঁপিয়ে
সর্বাঙ্গ ভিজে তোমার জাগল শিহরণ;
কবোষ্ণ হৃদয়ের মত্ততায়
পাগল হাওয়ার ছন্দে
তুমি উঠলে নেচে।
আমি নিজেরে হারিয়ে ফেললাম তোমাতে
আমি নিজেরে হারিয়ে ফেললাম
তোমার মত্ততায়;
আমার খোলা জানালা দিয়ে
যখন প্রথম তোমায় দেখলাম।

BANGLADARSHAN.COM

বেনারসী

একদা এক ফাগুন সাঁঝে,
বেনারসী গায় মোর বধূ লাজে
জ্বেলেছিল ঘরে দীপমালা
লাজ শিহরণ মুখমদিরা
হয়েছিল তার রাঙা।
মেঘের মত কেশরাশি তার
মদিরা মেশানো ওষ্ঠের ধার
দীপ্ত করুণ আঁখির দুটি তারা,
তনুখানি তনুলতা;
দেখি তারে উপমা নাহি জানি
আপন লাবণ্য গড়া।
মুদিত আঁখি করি চুম্বন
থরথরি তার হৃদয় কাঁপন
আঁচলখানি পড়ে যায় খসি,
বন্ধনপাশে নিরুদ্দেশ বসন্তনিশি।
নিভৃতঘরে উতলা প্রাণমন
ফুলমঞ্জরী ধূপেরবাস
নিভৃতে মোরে তোমাতে সঁপিলাম আজ।
বাজিল বুকে সুখের ব্যথা
আপন হৃদয় তলে
রয়েছে শুধু অসীম বিস্ময়
তার পরশে সরস কলেবর।

BANGLADARSHAN.COM

নিরুপমা

আমার নিরালা কুঞ্জে
আমারি অঙ্গমাঝে
আমার দেহের বাণীতে
যে রাগিনী উঠিল নাচিয়া
সে তুমি!
স্বপনে ধরা দাও
জাগরণে দেখি
দোলাতে দোলাতে হিয়া
মিলন বিরহে
কী কৌতুকে ভরা।
নূপুর বাজে রিনিঝিনি
এলোচুল পবনে মেলি
আঁখি হতে প্রেম
তনুমনে প্রিয়া ঝরিছে।
শিথীল কবরী
মেঘরঙে বোনা
বসনের আঁচলে আঁকিবুকি টানা
পরাণে জড়ানো পরশ পাথর।
তুমি যা চাও তাই পাও
তোমার অভিসারে
ফুল চয়ন করে সন্ধ্যা তারা
আসে বসন্ত
তোমারি মিলনের গৌরবে।

BANGLADARSHAN.COM

এসো বসন্ত

এসো বসন্ত, এসো
কুণ্ঠিত জীবনের
হৃদয় দ্বার খুলে,
উড়িয়ে অঞ্চল
গানে গানে, প্রাণে প্রাণে
যৌবন বেগে
তরুণ ঊষার কোলে।
এসো বসন্ত, এসো
মিলন উৎসবে
নয়নে নয়নে ভাসি
ফাগুন রাতের চাঁদনির চন্দনে
গোপন স্বপ্ন ভরি।
এসো বসন্ত, এসো
দিশাহারা রাতে
নিদ্রাবিহীন গানে
নিরুদ্দেশের পানে
সুপ্ত সরসীর নীরে।
এসো বসন্ত, এসো
বেণীর বাঁধন টুটিতে
থরথরি কাঁপা হৃদয় স্পন্দনে
দখিনা বাতাসের গন্ধে
সোহাগের চুম্বনে চুম্বনে।

BANGLADARSHAN.COM

কবিতা

ওগো আমার কবি
পড়ি তোমার লেখা
তোমার বাণী তোমার হিয়া
অজানা তোমার ছবি।

ওগো আমার কবি
ছন্দ তব বাজে বুকে
নয়ন স্বপ্নসম
চিত্তে মম জাগে গীতি।

ওগো আমার কবি
তব প্রিয়ার নামটি বলো
আবেগ ভরা বুকে
আপন চেতনার দূতী।

BANGLADARSHAN.COM

ওগো আমার কবি
আমি পেলাম অধিকার
জানার তোমার বেদনার
তৃষিত ছিলাম ওইটুকুর লাগি।

ওগো আমার কবি
টানলে ঘোমটা লাজের
সাঁঝের তারা হাতে
মোর জীবন উঠল ফুটি।

ওগো আমার কবি
তোমার মালা এল আমার গলে
মুক্ত করবী ছায়ে
দোঁহে মিলি রচি ফাগুন রাতি।

বন্ধনপাশ

প্রথম রাতের মিলন অবসানে
সখা, বেঁধো না আর বাহুবন্ধনে
ছেড়ে এসো স্বপন চয়ন
জাগিছে ধরা, রাত অবসান
দেখো, ও আঁখিতে নেই প্রেম মোর।
নীরব আকুলতা যেও না, যেও না!
ধরিছে আমারে বক্ষে চাপিয়া
সখি, নিশিদিন বহু অনুরাগে
বাসর শয়ন করেছি রচনা;
রুধিয়া দ্বার রেখেছি যতনে
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি
ঘুমে জাগরণে একাকারে মিশি
বেদনা বিহীন আবেশ বিভোর
সুখ স্বপন শয়নে।
হৃদয়ের প্রেম অধরের প্রান্তে
কতপ্রিয় নাম মৃদুমধুভাষে
মধুর মধুরে নিজেরে মিলায়ে
সখির পরশে হব পাগল।
আকুল নয়নে তাহারে হেরি
হৃদয় বারতা কাঁপিয়া মরে
চুম্বন করে আঁখিপাতে সখা,
সুখী সমস্ত হিয়া এই পরমসুখে।

BANGLADARSHAN.COM

প্রিয়ার বারতা

প্রিয়ার বারতা এসেছে–
চুম্বনের ভাষায় অধরের লেখায়
প্রাণের পরশের মরম বারতা।
কত বসন্তের হৃদয়ের কথা
নীরব বাহুর তীব্র ব্যাকুলতা।
বিজন বসন্তের ধূসর সন্ধ্যায়
আঁখি যবে সুদূরেতে ধায়
দেখি তারে, ফাঁকা দ্বার
দগ্ধ সমীরম আছরিছে বারবার।
সকলে চেতন আমি অচেতন
মানে না বারণ হৃদয় কাঁপন
বসনের ভার পারি না বহিতে
–এইক্ষণ অর্থহীন অস্তিত্বে!
বেলা বয়ে যায় রজনী পোহায়
গাঁথা মালা দল মাটিতে লুটায়
মেঘের দ্বারে অশ্রুর বারি
স্বপ্ন মিথ্যা–অর্থহীন তারি।
বলেছিলে তুমি, আসিবে প্রভাতে
প্রসারিয়া তনু সাঁঝের আলোকে
দোঁহে মিলে রব চাহি
মিলন পিয়াসী পরশে।
আছে শুধু একখানি আশা
দুটি প্রাণের শুধু ভালবাসা
রিক্ত হস্তের আলিঙ্গন ধরি।

BANGLADARSHAN.COM

বধূ

তুমি এসেছ বধূ,
মম জীবন কুঞ্জ মাঝে
ললাটে আঁকিয়া সিন্দুর রেখা
আমার রজনী আমার প্রভাতে।
গাঁথিয়া মালা পরায়েছ গলে
স্নান অবসানে পীতবসনায়
প্রথম শুনি যায় আবাহন
নিরবতা ভেঙে;
আরো আনো রূপ
আরো আনো শোভা
অঙ্গে অঙ্গে যৌবন তরঙ্গে
নিরস্ত্র মদন পানে।
গরবে ভরিয়া ওঠে অনুরাগ
অভিসার নিশা প্রসারিত তার
বহুদিবসের সুখে দুখে আঁকা
প্রণয় শাসন।

BANGLADARSHAN.COM

সুর

অনন্ত পূর্ণিমা নিশীথে
এলোচুলে প্রদীপ হাতে
এসেছিলে মোর ঘরে
ভাঙা দ্বার দেখিয়া কুটিরে।
আসিবে তুমি ভাবিনি কখনও
অভিসার যে বসন্তে জড়ানো
যুগল প্রেমের স্রোত করে অধিকার
চিরকাল যুগ জনমের উপহার।

BANGLADARSHAN.COM

শুনি আমার নাম

বসন্তের বাতায়নে
ফুলবাস সমীরণ শয়নে
রাতজাগে দূরে ক্লান্ত শশী
অন্তরে বাহিরে শুনি আমার নাম–
ভালবাসি।
ওগো তরুণী
বসন্তের নবীন দূতী
প্রিয় বন্দনার নিদ্রাহারা তান
বারেক শোনাও, কম্পিত হোক প্রাণ
–ভালবাসি।
নূতন ফাল্গুন দিনে
তরুণ যৌবন রাগে
পলাশের তলে আবিরে রাঙা
আমার প্রথম বসন্তের প্রথম ডাক–
ভালবাসি।
অন্তঃপুরে
বাসি ফুলের মালা
লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো
পরনে ঢাকাই শাড়ী সিন্দুরের লাজ বলে,
ভালবাসি।
ফাগুন রাতে
তৃষিত বক্ষ মাঝে
হৃদয়ের যমুনা তীরে পথিকবরে
চিরকালের তোমার শোনাও স্তবগান
ভালবাসি।

BANGLADARSHAN.COM

অঙ্গরাগ

আজি বসন্ত দিনে
তোমায় সাজাব যতনে
বন্ধহীন দূর বাতায়ন পরে
নবীন জীবনের দ্বারে।
এনেছি ঊষার স্নিগ্ধতা
এনেছি পবনের মধুরতা
এনেছি কাননের সেরাফুল
গোলাপ, মল্লিকা, বকুল।
নিভৃত ঘরে এনেছি ধূপের বাস
তটিনীর শীতলতার উচ্ছ্বাস
এনেছি ঈশাণের বিজুলিভূষণ
এনেছি চতুর্দশীর কিরণ।
এনেছি নীলাভ বাস
সুগন্ধিভরা শ্বাস
এনেছি ভানুর অস্তরাগ
উঠল ফুটে সীমন্তের লাজ
উঠেছে গুঞ্জরি তান
মিলায়ে দেহ পরশিছে প্রাণ।
আমার গোপন প্রেমে করেছি রচনা
জনমের ত্বরে বিকায়ে আপনা
রজনী প্রভাতে অনুরাগ অভিসারে
করেছি অঙ্গরাগ তোমার যৌবনের জোয়ারে।

BANGLADARSHAN.COM

দেবীপক্ষের ত্বরে

দেবীপক্ষের সিন্দুরের হোরি খেলায়
অজান্তে রাঙালে আমায়
মুখ হতে বক্ষপরে
সিন্দুরে সিন্দুরে;
যবে চোখ খুলি
দেখি তুমি লাজে থরথর
সিন্দুরের চেয়ে সে লাজ ছিল গাঢ়।
ক্ষণিক দুজনে দুজনারে দেখি,
নবরূপে;
সহসা নয়নের তুমি হলে অন্তরাল
জনারণ্যে খুঁজি তোমায়
ব্যর্থ হই। পথ চাই তোমার ত্বরে
পথ চাই দেবীপক্ষের লাগি
আমা পরে তোমার ত্বরে,
বন্ধ চোখের পরে
অহরহ হৃদয়ের দ্বারে,
কাঁপে তোমারি সে লাজ থরথর
আমার একদিনের প্রথম ফাল্গুনী।
এল দেবীপক্ষ; এল সিন্দুরের হোরি
তুমি এলে
এলে আমার ঘরে
তোমারি লাজে রাঙাতে মোরে
আমারি সিন্দুরে রাঙিয়ে নিজেরে চিরতরে;
আমার পথচাওয়া হল শেষ দেবীপক্ষের ত্বরে।

BANGLADARSHAN.COM

অচেতন

এই শোন! একটু কাছে এস–
আপন হাতে তোমার
সিক্ত বসন রিক্ত করি,
তোমার যৌবন লাবণ্য হেরি
আমার জীবন রচনা করি।
এই শোন! পরো না অলঙ্কার
আমারে জড়ায়ে লও
তব দেহে ধ্বনিবে সে অহংকার
যারে অলঙ্কার কয়।
এই শোন!
তোমার এলোচুল বেঁধো না
করুক ছায়া তমালের মতো
আমার বুকের পরে।
এই শোন!
চেয়ে দেখো মোর পানে
আমারে বন্দী করো
তোমারি নয়নে কাজল টেনে।
এই শোন! কিছু বলো–
রিক্ত অধর উঠুক কেঁপে
নয়তো কারো চুম্বন
আমার অধরে ডেকে।
এই শোন! আরো কাছে এস–
হৃদয়ের ঘ্রাণে
প্রেম সুধা লাজ মিলনক্ষণে।

BANGLADARSHAN.COM

আমার ভালবাসা

আমার ভালবাসা
শ্যামলের মতো সতেজ।
কত গান।
আমার ভালবাসায়
মোরা দুটি দেহ একপ্রাণ।
আমার ভালবাসা পরশপাথর
মৃত্যু যেথা হয় না নিথর।
আমার ভালবাসা
বাহুর বন্ধনে
আবেশ বিহ্বল চোখের কোণে।
আমার ভালবাসা
ওষ্ঠের প্রান্তে
কত প্রিয় নাম গুঞ্জরি ওঠে।
আমার ভালবাসা
বুকের পরে
যে শ্বাসের পরশে
হৃদয় কেঁপে মরে।
আমার ভালবাসা
অনুরাগের ছোঁয়ায়
আমার ভালবাসা
রোমাঞ্চিত মিলনের গভীরতায়।

BANGLADARSHAN.COM

সহসা তুমি

ঝরঝর এক বাদল দিনে,
দুজনার মাঝে এক ট্যাক্সি থামে।
তুমি উঠে বসলে, তাতে
সারশি সরিয়ে সহসা ডাকলে আমাকে,
‘উঠে আসুন! ভিজে যাচ্ছেন যে–’
বসিনু দুজনে পাশাপাশি
আঁচল টানিয়া নিজেরে নিলে মুছি।
চেয়ে দেখি তোমায় লাজুক নয়নে
সহসা চালক ব্রেক হানে–
দুজনাতে সামনে পড়ি ঝুঁকে
চশমায় আমার কপাল গেল কেটে।
তুমি পেলে ভয় রক্ত দেখে
ধরলে কপাল আঁচল হাতে;
বন্ধ হল ক্ষরণ
আঁচল তলে বন্ধ আমার নয়ন।
তখন তুমি আমার বুকের পরে
রেখেছ হিয়া আমার কপাল ধরে,
কত দীর্ঘক্ষণ
অনুভব করি তোমার হৃদয় কাঁপন
অনুভব করি তোমার শ্বাসের পরশ
অজানার প্রতি ব্যাকুলতার উদ্ভব।
তোমার এ প্রেম বিঁধিল মোরে
বাড়ালাম দুই হাত তোমা তরে
কেঁপে ওঠে তার তনুমন
বাহুডোরে বাঁধি সে সুখের কাঁপন।

BANGLADARSHAN.COM

নিমন্ত্রণ

তোমার আমি প্রেম
আমার তুমি প্রেমিকা।
খুলিয়া মনের দুয়ার
করিলে আমন্ত্রণ
প্রথম মিলনের।
বাতাসে বাতাসে নেশা ছড়িয়ে
মিলনের ঘ্রাণে মন মাতিয়ে
দুটি বাহু বয়ে আনে বারতা–
আমি তোমারে ভালবেসেছি।
এসো গো হৃদয়ে এসো
অনন্তকালের সুখ,
তোমারে দেখিয়া
তোমারে পরশিয়া
কত মধুর আশা ফোটে
কায়মন মাঝে।
বাঁধিব তোমায় আপন হতে আপনাতে।

BANGLADARSHAN.COM

ওলো সই

ওলো সই,
তোরে দুটি গোপন কথা কই
যেদিকে চাই দেখি তারে
একূল ওকূল সবখানে।
রাঙা মোর স্বপন শয়ন
আকুল মোর পরাণমন
বসেছে সে আমার শ্বাসের গহনে।
সই, তোদের পরাণ তোদের আছে
আমার পরাণ কোন খানে?

BANGLADARSHAN.COM

॥শুভঙ্কর॥

প্রশ্ন

একটা করোটি শ্মশানের মাঝে দেখে
প্রশ্ন করেছি মধ্যরাত্রে ডেকে
বলো, জীবনের পথে কতটা চলেছো সোজা?
কতোটা গিয়েছো বেঁকে?

পাওনা দেনার খাতা কি এনেছো সাথে?
কতো আনা দিয়ে কতো আনা পেলে
লিখেছো কি নিজ হাতে?
নাকি পুরোটাই ভুল করে এলে,
জীবনের সংঘাতে?
প্রেমের বাজারে হৃদয়ের দাম কত?
নারী ও পুরুষ কতটুকু সংযত?
ত্যাগের মাটিকে গরলে নীলাভ করে,
স্বার্থ নাচে কি এখনও সাপের মতো?
প্রশ্নের বাণে করোটি জর্জরিত
সারাটা জীবন হিসাব করেনি কিছু
ছুটেছে শুধুই মরীচিকার পিছু
পাষাণে হঠাৎ মাথা ঠুকে তাই মৃত।

BANGLADARSHAN.COM

ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা

চাহি না কভু আমি স্বর্ণ সিংহাসন
হীরার মুকুট, মোতি, বিলাস বসন
জলসাঘরে মখমলী দামী চাদরে
বাঈজীর সুর, সুরা গুলাবি আতরে
চাহি না জ্বলিতে আমি ঝাড়বাতি সম
ঈশ্বর পৃথ্বী ভালবাসা প্রার্থনা মম
তবু হায় ইহারাই হত্যাকারী মোর
সারারাত জাগি প্রিয়া খুড়িছে কবর
করুণা ভিক্ষা মাগি স্রষ্টার দ্বারে–
হৃদয়ে শক্তি দাও যাতনা সহিবারে।
ভূমিরে কহিয়াছি, হে জানকী জননী
জীবনে জড়াইলে কেন যাতনার ফণী
ত্যাগের মন্দিরে যাব রুচিনু বাসর
প্রিয়তমা দংশিল কলিজায় মোর।

BANGLADARSHAN.COM

গোধূলি বেলায়

যেদিন রব না আমি ধরণীর বুকে
বাজিবে বিউগল ধ্বনি মৃত্যুর মুখে
এই ঘাস মাটি পাখি নদী ফুল ফল,
শাল তাল কৃষ্ণচূড়া অশ্বত্থ হিজল,
চন্দ্রিমার প্রিয়তম সপ্তর্ষি মণ্ডল–
প্রকৃতির কণ্ঠে দিবে মোতিয়ার হার।
দুই আঁখি মেলি তবু চাহিব না আর
মেঠো পথে শুনিব না বাউলের গান
প্রিয়তমা কহিবে না উঠে মোর প্রাণ
পঞ্চভূতে আত্মমোর দেখিবে চাহিয়া
চলিছে সহস্র কীট কবর বাহিয়া
হায় প্রেম! দুদিনের খেলাবাটি খেলা
থাকিবে না সাথে কেউ ফিরিবার বেলা।

BANGLADARSHAN.COM

তৃতীয় কাণ্ডে প্রেমায়ন

১

নারী প্রেরণার অমৃত পানে
অনেকে অমর কবি
আমার হৃদয়ে তোমার প্রেরণা
প্রদীপ ঘোষের ছবি।
সারা পটে শুধু একটাই রঙ,
নীলার মতো নীল
তোমারই জন্য গল্প কবিতা লেখা–
আকাশে শঙ্খচিল।

২

কেন এলে তুমি মরা শেফালি'র রাতে?
কি দেব এখন? কিছুইতো নেই হাতে
হৃদয় নিঙড়ে দিতে পারি শুধু নিষ্পাপ ভালবাসা
আর দিতে পারি সুখ সুরভিত আগামী দিনের আশা।

BANGLADARSHAN.COM

৩

যে যাই বলুক, আমি তো জানি
কতোটা রূপসী তুমি
স্নেহ মায়া প্রেমে ত্রিগুণেশ্বরী–
হৃদয় স্বর্গভূমি।

মাত্র একবার একবারই আর্চিসে.....

মাত্র একবার
একবারই আর্চিসে গেছিলাম দুজন–
শীতের সন্ধ্যা, হিমেল হাওয়া,
চোখে চোখে চাওয়া,
পাশাপাশি পথচলা, ফিসফিস কথা বলা,
মাঝে মাঝে গান গাওয়া
একবারই খুব কাছে পাওয়া।
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে, স্পর্শের গাঢ় শিহরণ, বহুক্ষণ
উড়ন্ত প্রজাপতি মন, রঙরঙে স্বপ্ন–
মধুচন্দ্রিমার রাতে সাতরঙা বেনারসী পাড়

মাত্র একবার
একবারই আর্চিসে গেছিলাম দুজনে,
শীতেও শুনেছি সেদিন কোকিল কূজন।

BANGLADARSHAN.COM

তারপর
বিদগ্ধ নগরীর ভাঙাচোরা পথে
ধ্বংসের স্বাক্ষর বুকে নিয়ে কতরাত একা একা হাঁটা
বালি, কাঁকড়, ফণীমনসার কাঁটা
কখনও থেমেছি, উঠেছি, নেমেছি
শীতেও ঘেমেছি
মনের মধ্যে আর একটা ঝলসানো মন
স্মৃতির দাবানল-ব্যবধান এপার ওপার,
অসহ্য দহন

মাত্র একবার
একবারই আর্চিসে গেছিলাম দুজন।

পত্র

একটি পত্র প্রেয়সীর হাতে লেখা
নাহোক সরল, হোক সে বক্ররেখা
ত্রিভুজ হলে বা কি এসে যায় তাতে
প্রেয়সী আমায় দিয়েছে নিজের হাতে
কতো কাটাকুটি, কতো না বানান ভুল
তবু সে আমার সবচেয়ে প্রিয় ভোরের শিউলী ফুল।
শুরু থেকে শেষ, শেষ থেকে শুরু, বারবার তাকে পড়ি
তারও পরে বেশি চুমু খাই তাকে, বুকেতে জড়িয়ে ধরি
যদিও জেনেছি "যেন" শব্দটা ভুল করে লেখা "জান"
অবসাদ দিনে সেটাই আমার সতেজ করে প্রাণ
ভুলে যাই আমি পাতা ঝরা দিন, মরা জোছনার রাত,
চলার পথে কাঁটার যাতনা, অতীতের সংঘাত
ঈর্ষায় কারও ভুরু কোঁচকানো, কারও বা ভেংচী কাটা
টোল খাওয়া গালে মেকী হেসে কারও স্বার্থের ঝোল চাটা
একটি পত্রে যশ মান পাওয়া-হাজার কবিতা লেখা
একটি পত্র দর্শন জ্ঞান-জীবন জানতে শেখা।

BANGLADARSHAN.COM

একমুঠো রোদ্দুর দাও

অপরূপা
এই সাইক্লোন বিধ্বস্ত অরণ্যে বাঁচার জন্যে
পোয়াতির চোখের মতো একমুঠো রোদ্দুর দাও
লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ঘুণপোকা কুরে খাওয়া বুকে
এঁকে দাও মাছরাঙা পাখির পাখনার রঙ।
কিছু কিছু মানুষের মস্তিষ্ক, শিরায়, লসিকায়
ঘাম রক্ত পুঁজে অসংখ্য এঁটুলির বাসা–
শব্দ, বাতাস দূষণ।

অপরূপা
পালতোলা নৌকার মতো কিছু আশা,
কিছু স্বপ্নের মতো সুন্দর ভালবাসা দাও।
যাদের চোখের কোণে অসংখ্য আঁচিল
বুকের ভেতর শ্যাওলাধরা পাঁচিল
তারাও ল্যাং মেরে এগিয়ে চলেছে ক্রমাগত,
ওদের পিছনে ফেলে এগতেই হবে
দুরন্ত অশ্বের বেগে–
আগামী প্রজন্মের দিকে।

অপরূপা
ভিসুভিয়াসের জ্বলন্ত লাভা দাও কলমের নিবে,
পিছনের জানলার খড়খড়ি তুলে
ন্যাংটো অতীত দেখা আমার সাজে না–
থ্যাঁতলানো ইঁদুরের মতো বাঁচা
আমার জন্যে নয়।
দোহাই, পোয়াতির চোখের মতো
একমুঠো রোদ্দুর দাও।

BANGLADARSHAN.COM

এই বেশ ভাল আছি

কিছু কিছু কথা বুকের ভেতর
কাকতাড়ুয়ার মতো যুগ যুগান্তর
অব্যক্ত
অটল
অনড়।
কিছু কিছু কথা যেন সেইসব গর্ভবতী নারী
যাদের চোখের মণি থেকে অসময়ে, অবেলায়
প্রসব যন্ত্রণায় সুখ ঝরে যায়–
ভ্রূণের মৃত্যুর পর জীবনের তিতকুটে স্বাদে
রক্ত পুঁজ কোলে নিয়ে বেঁচে থাকে তারা,
ঘৃণা
লাঞ্ছনা
অপমান
অপবাদে।
কিছু কিছু কথা ছোটো বেলার খেলাবাটি খেলা–
কাঁঠাল পাতার লুচি, সন্দেশ, কাদা মাটির ঢেলা,
অজান্তে কেয়ে যায় জীবনের ভৈরবী বেলা।
তারপর? তারপর? তারপর?
সাইক্লোনে ভেঙে যায় ঘর, অবহেলা, অনাদর,
গোধূলি লগ্নের নির্জন মেলা, আয়ুর ঠিকানায় শেষ চিঠি–
মৃত্যুর আসার খবর।
কিছু কিছু কথা লাজে রাঙা লজ্জাবতী লতা
সংশয়–যদি নতজানু হয়ে মেনে নিতে হয় পরাজয়!
হৃদয়ে জ্বালিয়ে আগুন, কে চায় রামধনু বাসনার ক্ষতি?
এই বেশ সুখে আছি, ভাল আছি নির্বাক আমি,
হাজার পুতল ভেঙে মিলি হোক সতী।

BANGLADARSHAN.COM

পাঞ্চজন্য

আসছি আবার গাঙ শালিকের ডাকে
চৈত্র না হলে আগামী বৈশাখে
সৈনিক সাজে সেজেই আসবো এবার
যদি পারো থেকো মাজলা নদীর বাঁকে।
যতখুশী রেখো তীক্ষ্ণ কাঁটার মালা
হৃদয়ে সাজিও ঘৃণার বরণ ডালা
দুই চোখে দুইলক্ষ সূর্য জ্বেলে
আসছি পোড়াতে পুরানো ধর্মশালা।
সাবধানে রেখো আগের হিসাব খাতা
ভুলিনি কিছুই, মনে আছে সব পাতা
সুদ ও আসলে আদায় করতে পারি
যতোটা কেটেছো ধড়, যতোটা কেটেছো মাথা।
চৈত্র না হলে আগামী বৈশাখে
কুরুক্ষেত্রে আসছি বীরের মতো
শান দিয়ে রেখো পুরানো অস্ত্রযত
যেগুলো রেখেছো পাঁজরের ফাঁকে ফাঁকে।

BANGLADARSHAN.COM

জানিনেকো বাপু

‘অভিন্ন হৃদয়!’ জানিনেকো বাপু শব্দটা কারে কয়।
সুস্বাদু চাটনী নয়তো কোনও? গন্ধ কি হয়?
রাম বলেছিলো কথাটার মানে ইষ্টিশনের কুলি
যদু বলে ওটা আর কিছু নয়–খোস পেঁচড়া ছুলি।
মধু শুনে বলে, যদু হল এক বোকার হদ্দ বোকা।
কথাটার নাকি একটাই মানে–পচা কুমড়োর পোকা।
শান্তির মতে, ‘অভিন্ন হৃদয়’–ছুরি কাঁচি ছুঁচ সুতো,
আনুপিসি বলে কথাটার মানে শ্মশানে ডোমের গুঁতো,
কেউ বা ওটাকে সন্ন্যাসী বলে, কেউ বা বলে যোগী,
কারও বা মতে রক্ত পুঁজ ঘামে মৃতপ্রায় এক রোগী,
কে জানে বাপু হতেও পারে বা মৃত বাদুড়ের ধড়–
ট্রাম লাইনের তারে ঝুলে আছে যেন নিস্তব্ধ নিথর।

BANGLADARSHAN.COM

অভিমন্যু

প্রখর দহনে দগ্ধ বালুকা বেলায়
কুরুক্ষেত্রে প্রিয়তমা ডাকিছে আমায়
দ্রোণ কৃপ শল্য সম মহারথীগণ
মমগতি রুধিবারে চাহিছে পতন।
কি প্রকারে সপ্তব্যুহ ভেদ করি যাই
অভিমন্যু সম মোর দিব্য জ্ঞান নাই
তথাপি যাইবো আমি মানিব না বাধা
বিবর্ণ অন্তরে আজি স্বর্গ দিবে রাধা।
সপ্তরথী সেথা মোরে ধরিবে ঘিরিয়া
গৃধসম উল্লাসে হৃদপিণ্ড চিরিয়া
উড্ডীন করিবে জানি বিজয় কেতন
সেইক্ষণে মাতৃভূমি রবে অচেতন।
রথচক্র লইয়া শেষে যুদ্ধ করিব
প্রিয়া তোর দর্শন বিনা নাহি মরিব।

BANGLADARSHAN.COM

মালবিকা কি যেন লুকালে

মালবিকা
অমরায় মৃতপ্রায় বেহুলার চোখের মতো চাঁদ,
ঘুমে ঢুলুঢুলু নক্ষত্রের রাতে তুমি
চুপিসাড়ে অন্ধকার ক্যাকটাস ঝোপে
কি যেন লুকালে–
বিশ্বাসের ছেঁড়া অ্যালবাম?
প্রতিশ্রুতির তোবড়ানো মুখ?
বিধ্বস্ত প্রেম মরুভূমি?

কি যেন লুকালে...
যা কিছুই লুকাও, চোখের পীচুটি ধুয়ে একবার দেখ
কচুরিপানার নিচে চঞ্চল ব্যাঙাচির খেলা।

BANGLADARSHAN.COM

মালবিকা
ওখানে আমার জন্মের পঞ্চমুখী শাঁখ,
যৌবনের জীয়ন কাঠি, ময়ূরপঙ্খী চেতনার ভেলা।
একদিন গোধূলি বেলায় দেখাবো তোমায়
গাঙুরের জলে ডোবা সূর্যের রক্তিম মুখ–
যন্ত্রণার লাশকাটা ঘরে নীলকণ্ঠ জীবন্ত সুখ।
মালবিকা শোনো
একটানা দশমাস দশদিন মাতৃ জঠরে
খেলেছি ইকিড় মিকিড় রক্ত-পুঁজে মিশে–
আজ আত্মায় অমৃত ঝরে গোখুরার বিষে।

তাই–
প্রতিরাতে লোফালুফি খেলি
হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে হাতে।
আমার আজন্ম প্রেম
যন্ত্রণার সাথে।

সেদিন আসবে কি ফিরে?

মৌসুমী
অভিমানের জানলায় ছিটকিনি লাগাবার আগে
একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাও তুমি–
শরতের আসমানে যদি দেখ মেয়েদের জীর্ণ শরীর,
যদি দেখ সাইক্লোনে ভেঙে গেছে তারাদের শান্তির নীড়,
ঘৃনা প্রবঞ্চনা অপমান অপবাদে
কলঙ্কের কালশিটে দাগ ছেয়ে গেছে চাঁদে
সেদিন আসবে কি ফিরে?–
এই আউশ আমন বোরো ধান ভরা বুকে,
দিগন্ত প্রসারিত ভালবাসার সবুজ সমুদ্র তীরে।

সেদিন আসবে কি ফিরে?–
এই নোনা জল
মিঠে মাঠি
সোনা ঝরা রদ্দুরের দেশে
যেখানে চাওয়া পাওয়া একই বিন্দুতে মেশে।
যুগযুগান্তর যেখানে অনন্ত সময়
চাঁদ আর জ্যোৎস্নার গাঁটছড়া বাঁধা,
কিশোরী তারাদের সাথে কিশোর মেঘেদের প্রেম
বিনিময়–
অভিন্ন হৃদয়।

মৌসুমী
বলে যাও পারবে কি আসতে সেদিন?
হৃদয়ের অনুরাগে সুদে মুলে শোধ করে দিতে
দুপায়ে মাড়িয়ে যাওয়া
একরাশ সময়ের ঋণ।

BANGLADARSHAN.COM

ব্যস্ততা

আজি হতে ঠিক সাতটি দিবস আগে
কহিয়াছি তারে যদি কভু ভাললাগে
উজান বাহিয়া আসিও আমার দ্বারে
অগ্নিদগ্ধে রিক্ত কণ্ঠ তৃপ্ত করিবারে।
আসিও প্রেয়সী নীরব ধূসর রাতে
ঈদ সাগরের জোছোনা লইয়া হাতে
হেরিয়া আমার এ মদিরা সিক্ত আঁখি
শুক্ল পক্ষে মমবক্ষে অশ্রু দিও ঢাকি।
যদি আস তুমি মাঘের কুয়াশা লয়ে
বেদুইন যুবার চির সঙ্গিনী হয়ে
স্মৃতির গোখুরা ছাড়িতে আমার ঘরে
প্রিয়তমা মোর আসিও বছর পরে।
এখনও শতেক স্বপ্ন দেখিতে বাকি
তোমারই কবিতা লিখিতে ব্যস্ত থাকি।

BANGLADARSHAN.COM

এক...দুই...তিন

কখনও স্বপ্ন দেখি
মানুষের মুখোশধারী অসংখ্য দানব–
প্রত্যেকের লোমশ হাতে ইস্পাতের ধনুক,
ছলনার বিষ মাখা যন্ত্রণার তীর,
আমার কলিজার দিকে তাক করে আছে।
ওদের লিকলিকে জিভে লালসার লালা,
লাখ লাখ গিরগিটি পকেটে, কোঁচড়ে।

কখনও স্বপ্ন দেখি
একটা লাগাম ছেঁড়া ধূসর বর্ণের ঘোড়া–
বুকভরা ঘৃণা আর মুখ ভরা ফেনা,
দগদগে কাটা ঘায়ে মাছির সাম্রাজ্য দখল।
নিজেরই টাটকা তাজা রক্ত মাড়িয়ে
ও যেন ক্লান্ত বিমর্ষ চোখে চেয়ে আছে।
সামনের দিকে–আস্তাবল অনেকটা পথ।

BANGLADARSHAN.COM

কখনও স্বপ্নে ভেসে ওঠে
কবরে শুয়ে আছি আমি।
সম্পূর্ণ শরীর ঢাকা সফেদ চাদরে,
বিদায় লগ্নের ক্রিয়াকর্ম শেষে
মাটির ঢেলা হাতে বেশ কিছু প্রেত,
একটা জীবন্ত নারী নীরবে গুনছে প্রহর–
এক...দুই...তিন।

শুভঙ্কর

পাতার আড়ালে লুকিয়ে শরীর
ভ্রমরতা কতোবার চুমু খায় গোলাপের রক্তিম ঠোঁটে
কে শাস্তি দিয়েছে তাকে সেই অপরাধে?
এখনও তো গ্রামে গেলে প্রায়দিন দেখি,
পান আর কৃষ্ণচূড়ার নির্ভীক নগ্ন মিলন।
কৈ, কে বলেছে নির্লজ্জ বেহায়া তাদের?
দিন আর রাত্রির শঙ্খবেলায়
চাঁদ জড়িয়ে ধরে সূর্যের দেহ।
কে বিচার করেছে তার? কোন আদালতে?
গঙ্গা আর সাগরের দৈহিক প্রেম মেনে নিয়ে
ঝরাপাতা, মরা দেহ, বিষ্ঠা ভাসা জলে,
হিন্দুধর্ম আজও পূজে দেবীর চরণ।
পুরুষ প্রকৃতির স্তনে মুখ রেখে পান করে সুধা।
আমারই চোখের সামনে শিশির স্পর্শ করেছে ঘাসের চিবুক
তবুও থেকেছি দূরে–অনন্ত অগাধ
নিষ্কাম স্বর্গীয় প্রেম।
ওদের বিবর্ণ অশ্লীল ছানি পড়া চোখে
তবুও শুভঙ্কর ভয়ঙ্কর পাপী।

BANGLADARSHAN.COM

এইতো সেদিন...

এইতো সেদিন আমায় ভালবেসে
ভিক্টোরিয়ার ঘাসে পাশাপাশি বসে
টোলপড়া গালে মৃদু হেসে
বলেছিল, নিয়ে যাবে তোমাদের দেশে।
হাতে হাত রেখে দিয়েছিলে কথা–
আমাকে দেখাবে তুমি লাজে রাঙা লজ্জাবতী লতা,
পুংকেশর
গর্ভকেশর
পরাগমিলন,
শ্বেত অপরাজিতা, কৃষ্ণচূড়া,
দারুচিনি বন।
আরও কতকিছু গালভরা দিয়েছিল কথা–
ঈদের চাঁদ ডুবে গেল হিজরী'র জলে
দেখাবে প্রজাপতির পাখনার রঙ,
ব্যাঙাচির নীরবতা।
আজ সে প্রতিশ্রুতি চিতার পোড়াকাঠ।
বিবর্ণ, ধূসর।
তোমার দু-চোখে সূর্যগ্রহণ–
আমার সে আলো আজ পর।

হেমন্ত কেবিনে এককাপ কফির উষ্ণ ধোঁয়ায়
কিছু আঁতেলের পাশে আজকাল প্রায় দেখা যায়,
তলাঞ্চি কফিতে আঙুল ডুবিয়ে সেই তুমি
একমনে আঁকছো টেবিলে–
সাহারার মরুভূমি।

BANGLADARSHAN.COM

সাপলুডো

সেদিন গ্রীষ্মের বিদগ্ধ দুপুরে
তোমাদের দোতলার বারান্দায় বসে
সাপলুডো খেলছিলাম তুমি আর আমি
তোমারটা লাল ঘুটি, আমারটা সবুজ
যদিও তোমার আগে বেরিয়েছি আমি,
মনে পড়ে?
এক দানে দুই ছয় পাঁচ
কতঘর অতিক্রম করে
মই বেয়ে উঠেছি ওপরে
একদম চল্লিশের ঘরে।
সেই মুহূর্তে পাল্টে গেল তোমার দু-চোখ,
নিশ্বাসে বিষাক্ত সর্পিল হাওয়া,
ভালবাসার অমৃত, পরিণত নীলাভ গরলে।
শকুনীর পাশা খেলার মতো নিখুঁত ছলনায়
ছক্কা উল্টে দিলে তুলি—"পুট।"
একচল্লিশ—
সর্পের গ্রাস,
শতঘরে পৌঁছবার বর্ণালি স্বপ্ন দেখা সার।
বাস্তবে পরাজিত রক্তাক্ত সৈনিকের মতো
দ্রুতবেগে নেমে গেছি নিচে—
তোমাদের দোতলার বারান্দা থেকে
আমার ভালবাসার লাশ
রাস্তার পীচে।

BANGLADARSHAN.COM

শিলাবৃষ্টি

তোমার সুসজ্জিত ড্রইংরুম
ফুলদানিতে সাজানো একগুচ্ছ গোলাপ।
ঠিক তারই মতো
আমাকে অনেক যত্ন করে যন্ত্রণা দিলে
কি অপূর্ব লাশকাটার আধুনিক পদ্ধতি!
ছুরি
কাঁচি
মরফিয়া, কিছু নেই–
এক হৃদপিণ্ডের করাতে অপর হৃদপিণ্ড জবাই।
আমার দু-চোখে এখন
এলোমেলো আঁকাবাঁকা স্বপ্ন
উনকী বসা ম্যাকবেথের গলিত দেহ,
অশরীরি ভালবাসার পৈশাচিক হাসি।
কখনও কখনও
দু-চোখে আচমকা শিলাবৃষ্টি নামে
হৃদপিণ্ড অসংখ্য টুকরো বরফ
কিছুটা কোড়াও তুমি, ফুটপাথে মাথা ঠুকে মৃত
আমার বুকের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত তোমার কণ্ঠস্বর–
‘আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে।’

বাষ্প থেকে মেঘ
মেঘ থেকে আবার বৃষ্টি হবো আমি
তোমার ড্রইংরুমে টেবিল তখন
গোলাপের পাপড়িগুলি কালচে ধরা, বাসি,
খসে পড়বে একের পর এক।
ফুলদানিতে নতুন ফুল লাগাতে ব্যস্ত হবে তুমি
আকাশ মেঘলা দেখে পূবের জানলাটা
বন্ধ করে দিও।

BANGLADARSHAN.COM

ইঁট, কাঠ, গ্রানাইট পাথরের ওপর
আমার চোখের জলের শব্দ হতে পারে
টপ্-টপ্-টপ্

BANGLADARSHAN.COM

শেষ ইচ্ছা

এসো, শেষবার এই ভাঙা তক্তপোশে
তুমি আমি নির্জনে মুখোমুখি বসে
চোখে চোখ, হাতে হাত রেখে
প্রাণ খুলে দুটো কথা বলি।

তারপর না হয় চলে যাবার আগে
বুকভরা একরাশ ঘৃণা আর রাগে
প্রথম আলাপের দিনটার মত
একপোঁচে কেটে দিও
প্রাণটার নলি।

BANGLADARSHAN.COM

সাঁকো পেরিয়ে

একটু পরেই জানবে সবাই
হতাশার ঝোড়ো হাওয়া এসে
এক হতভাগ্য কবির বুকের ভাষা,
বাঁচার আশা উড়িয়ে নিয়ে গেছে
আলোহীন, বাতাসহীন শব্দহীন দেশে
কিন্তু আমি শুধু একমাত্র জানি
বিচ্ছেদের জমাট বাঁধা কালো মেঘ দেখে
দু-চোখের চাল ফেঁড়ে ঝমঝমিয়ে
বৃষ্টি নামার আগেই
একদৌড়ে জীবনের সাঁকো পেরিয়ে গেলাম।

হৃদয় না হোক, একগুচ্ছ ফুল দিও এসে।

BANGLADARSHAN.COM

একটু পরেই

সামনে জল থৈ-থৈ, পিছনে আগুন
সাবধানে পা ফেলো, খুব সাবধানে।

কে যেন কাগজের পাল তোলা নৌকো ভাসালো–
প্রথম হাঁটতে শেখা শিশুর মত টলমল,
কতক্ষণ ফাঁকি দেবে ধ্বংসের চোখ?
একটু পরেই ডুবে যাবে খোলা হাইড্রেনে।

একটা কলকাটা ময়ূরপঙ্খী ঘুড়ি
বাতাসের আঙুল ধরে আগুনের দিকে
একটু পরেই কাঁপ্পাকাঠি, চেত্তাকাঠি সব
দাউদাউ জ্বলে পুড়ে উড়ে যাবে ছাই

সাবধানে পা ফেলো, খুব সাবধানে–
চার পা রাখার মত একফালি জমি পেতে হবে।
ঠাণ্ডা অথবা গরম মৃত্যু ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই
একই মন্ত্রে দুজনকে সেরে নিতে হবে
দুজনের পিণ্ডদান ক্রিয়া।

BANGLADARSHAN.COM

আগাম বসন্ত উৎসব

এখনও ক্যালেণ্ডারের ঠোঁটে
ঠোঁট রাখেনি উষ্ণ ফাগুন
তবু এ শরীর ছুঁয়ে দেখো কোকিলা রমণী–
বাসন্তিক উৎসবে শিরা ও ধমনী–
তোমারই কুহুতানে আবির রঙে লাল।

এসো, মড়ক লাগতে পারে আগামী চড়কে
তার আগেই ঘুরে আসি শান্তিনিকেতনে।

BANGLADARSHAN.COM

মাত্র একবার

মাত্র একবার, একবারই যথেষ্ট আমার
ভাল আছি লিখতে গিয়ে ভুল করে লিখো, ভালবাসি।
চাঁপা ফুলের পাপড়ির মতো তোমার দু-ঠোঁট
অবজ্ঞা, অভক্তি, অশ্রদ্ধার উষ্ণতায় উত্তপ্ত হলেও
চোখ কান মুখ ঢেকে একবার কানে কানে বোলো–'প্রিয়তম।'
আমি অনায়াসে ভুলে যাবো দিনের শাসানি
বিনীদ্র রাত্রির নির্মম প্রহার যাতনা,
ভুলে যাবো পাওনা দেনার জাবদা খাতা মেলাতে মেলাতে
ক'ফোঁটা অশ্রু লুকিয়ে রেখেছি তোষকে চাদরে–
কতবার ঘষে গেছে মুখ জীবন সংগ্রামে।

'ভালবাসি' লিখতে গিয়ে যদি
উড়ন্ত চিলের পাখনার মতো তোমার দু-চোখের পাতায়
বারবার জিজ্ঞাসার চিহ্ন ভেসে ওঠে,
অতীতের ঝরে যাওয়া দিন, মরে যাওয়া কথাগুলো
যদি শিরায় শিরায় স্তূপাকৃত করে, দাঁড়ি–সেমিকোলন–কমা
তবু তাচ্ছিল্য করে হলেও একবার করে দিও ক্ষমা।
মেকী সান্ত্বনা দেবার জন্যই একবার চোখ তুলে দেখো,
ঘেন্নায় ভুরু কুঁচকিয়ে মিছি মিছি হাতে হাত রেখো,
আমার চেতনায় বাজুক শেষবার লক্ষ সানাই–
মাত্র একবার, একবারই বুকে নিয়ে যেতে চাই সহস্র ভোরাই,
আকাশের প্রতি খাঁজে খাঁজে লিখে যাবো–
সমুদ্র মন্থনে তোমাকে চাই।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥